102 unit-V

প্রশ্ন:- 'আমার কথা' বিনোদিনীর আত্মজীবনীর প্রতিভার যথার্থ আত্মপ্রকাশ তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

অথবা

অভিনেত্রী জীবনের আশা নিরাশার বঞ্চনার ইতিহাস ফুটে উঠেছে আমার কথায় আলোচনা করো।

অথবা

বিনোদিনীর 'আমার কথা'-য় তার অভিনয় জীবনের ইতিহাস এবং নারীর যন্ত্রণা দগ্ধ জীবন কাহিনি ফুটে উঠেছে- নিজের ভাষায় লিখ?

উত্তর: ভূমিকা:- আত্মজীবনী হলো স্বরচিত জীবনচরিত। বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও আত্মজীবনী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯ শতকের মহিলা লেখিকা যারা আত্মজীবনী রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনোদিনী দাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের অভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী। তাঁর অভিনয় জীবন খুব অল্প হলেও সেই অল্প সময়েই তিনি তাঁর প্রতিভার দ্বারা দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। তাঁর অতুলনীয় অভিনয় প্রতিভা, ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার এবং অভিনয়ের প্রতি আত্মসমর্পণই তাঁকে উনিশের শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসন দিয়েছিল। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিনোদিনীর অতুলনীয় অভিনয়ের উল্লেখ আছে।

জন্ম ও পরিবার:- বিনোদিনী আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। "আমার কথা" পাঠে তাঁর বাল্য জীবন এবং পরিবার সম্পর্কে জানা যায়, বাল্যকালে তিনি, তাঁর মা ও ভাই এর সাথে মাতামহীর ১৪৫নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে বাস করতেন।

'আমার কথা' আত্মজীবনীতে বিনোদিনী দাসী:- বিনোদিনী দাসী বা নটী বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' বহু দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন সময়ে সাধারণ পরিবারের মেয়েদের সামান্য মর্যাদা, অধিকারের জন্য কঠিন লড়াই করতে হচ্ছিল। সেই হিন্দু সমাজে অসামাজিক পথে পা বাড়ানো মেয়েদের অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে বিনোদিনী আর পাঁচটা সাধারণ বারাঙ্গনা মাত্র ছিলেন না। বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় ও সফল অভিনেত্রীও ছিলেন তিনি। সমাজের উপরতলার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তার। সেই সূত্রেই তিনি অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের উপর তলার আসল রূপটিকে, প্রতারকে চেহারাটিকে। বিনোদিনী লিখেছেন-

"আমার জীবন শূন্য মরুময়। আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কার্য নাই, কারণ নাই। এই শেষ জীবনে ভগ্ন হৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া আছি।"

অথচ এই অভিনেত্রীর জীবনে বন্ধু ছিলেন অনেকেই। স্টার থিয়েটার নির্মাণ করার সময়ে এই বন্ধুরাই তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন.

"এই থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।"

এই থিয়েটারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বিনোদিনী। এটি ছিল তাঁর স্বপ্নের সৌধ। কিন্তু সেই বন্ধুরাই ঠকিয়েছিলেন তাঁকে। নাম রেজিস্ট্রি করে এসে দাসুবাবু অম্লানবদনে বলেছিলেন, থিয়েটারের নামকরণ হয়েছে 'স্টার'। বিনোদিনীর সব আশাকে এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে একটুও কষ্ট হয়নি তাঁদের। পরে থিয়েটারের মালিকানা থেকেও বঞ্চিত করা হয় তাঁকে। শুধু তাই-ই নয়, একমাত্র মেয়ে শকুন্তলাকে স্কুলে পাঠিয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। বন্ধুরা সে ব্যাপারে সাহায্য তো করেন-ই নি, বরং যাতে কোনও বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হতে না পারে, সেই চেষ্টাই করেছিলেন 'বন্ধু' সমাজপতিরা। ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে বিনোদিনী কতটা একা ছিলেন, তা বোঝা যায় 'আমার জীবন' পড়লে। এছাড়াও তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন 'আমার অভিনেত্রী জীবন' ও 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। কিন্তু শেষ করেননি। নিস্তারিণী দেবী, রাসসুন্দরী দেবীরা সমাজের নিয়মকে অস্বীকার কথা ভাবেননি কখনো। কিন্তু সমাজের চোখে অবহেলা, অশ্রদ্ধার পাত্রী নটী বিনোদিনী সমাজপতিদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন তাঁর আত্মকথায়।

উপসংহার:- বিনোদিনী দাসী প্রথমেই লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেননি, তিনি অতি অল্প বয়সে তিনি প্রথমে মঞ্চে অবতরণ করেন। মাত্র বারো বছরের অভিনয় জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আত্ম-লেখায় ব্রতী হন। বলা বাহুল্য যে, সেকালের মহিলা কবিদের কাব্যের তুলনায় তার কোনো কোনো কবিতা বেশি কাব্যগুণ সম্পন্ন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বিনোদিনী কেবল অভিনেত্রী হিসেবেই বিদগ্ধ ছিলেন না লেখিকা হিসেবেও দক্ষ ছিলেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শেষ জীবনটা বিনোদিনীর খুব একটা ভালো কেটেছে বলা যায় না। খুবই অনাদরে-অবহেলায় কেটেছে, শোকও পেয়েছেন জীবনে অনেক। শেষ বয়সেও-এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। উত্থান-পতনময় জীবনের মায়া কাটিয়ে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় বিনোদিনী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

******

provided by Jarin Barbhuiya